কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)
উত্তম চর্চা (Best Practice) এর তালিকা

উত্তম চর্চা-১

সিপিজিসিবিএল এ Performance Management Sheet (PMS) বাস্তবায়ন;

পটভূমি ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ (Situation Analysis):

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শতভাগ মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন। বিদ্যুৎ সেক্টরের নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং এপিএ তে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে এপিএ বা কেপিআই বোনাস প্রদান করা হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানে পঞ্জিকা বছরে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন (Performance Appraisal) নেওয়া হয়। কিন্তু Object Oriented লক্ষ্যমাত্রা না থাকায় উহার পূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভব হয় না। এছাড়া, halo effect এর ফলে বৎসর শেষে কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তদপ্রেক্ষিতে, অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা ও বিভাগ/শাখার কাজের ভিত্তিতে ব্যক্তি পর্যায়ে লক্ষ্যামাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি কাজের বিপরীতে মূল্যায়নের জন্য Weights প্রদান করা হয়।

সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Assessment of the stregths, Weakness, Opportunities and Threats):

সামর্থ্য: ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কে মূল্যায়ন করার সুযোগ রয়েছে;

দুর্বলতা: বর্তমানে ম্যানুয়ালি কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে, বিধায় কার্য সম্পাদন ও তথ্য সংরক্ষণে কিছুটা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়;

সুযোগ: ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিজিটাল পদ্ধতিতে PMS ফরম বাস্তবায়ন করা যাবে;

ঝুঁকি: বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন (Performance Appraisal) এর সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে।

উত্তম চর্চার অনুসরণের যৌক্তিকতা (Rationale for initiating the best practice):

ব্যক্তি পর্যায়ে এবং দলগতভাবে বিভাগ/শাখা তথাপি কোম্পানির কর্মমূল্যায়ন করা সম্ভব হবে এবং দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা নির্বাচন সহজতর হবে।

উত্তম চর্চার অনুসরণের জন্যে গৃহীত কৌশল (Strategy Adopted):

Performance Management Sheet (PMS) বাস্তবায়নের জন্য একটি ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্থবছরের শুরুতে Appraisee কর্মকর্তা নিজ দপ্তরের কাজ ও এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে Appraisee কর্মকর্তা নিজে এবং Controlling Officer ও Counter Signing Officer লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন মূল্যায়ন করে।

প্রভাব/ফলাফল (Impact):

ব্যক্তি পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কর্মমূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে ফলে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবান এবং ইনসেনটিভ প্রদান সহজতর হবে। এছাড়া, যোগ্য কর্মকর্তা-কে মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে।

অন্য কর্পোরেশন/কোম্পানীতে উত্তম চর্চা ব্যবহারের সুযোগ (Scalability):

বর্তমানে সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বোনাস প্রদান করা হয়। কোম্পানির যোগ্য কর্মী-কে মূল্যায়ন এবং কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা তৈরীর লক্ষ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়। এছাড়া, বিভাগ বা শাখার কর্মকর্তাগণের দলগত কর্মমূল্যায়ন নিরুপণের জন্য বর্ণিত ফরমটি সহায়ক হবে।

উত্তম চর্চা-২

"পুনর্বাসন-ক্ষতিপূরণ কাজে ডাবল আইডি রোধে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ কোডেড প্রোগ্রাম এর ব্যবহার"

পটভূমি ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ (Situation Analysis):

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শতভাগ মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন। সিপিজিসিবিএল এর তত্ত্বাবধানে সরকারে অন্যতম ফাস্ট ট্রাক প্রকল্প "মাতারবাড়ী ২X৬০০ মে.ও. আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প" এর কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্প নির্মানের জন্য ১৪১৪.৬৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যাহার পুনর্বাসন-ক্ষতিপূরণ এর কাজ চলমান রয়েছে। মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যে অধিগ্রহণকৃত জমির বিপরীতে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের জন্যে নিয়োজিত এনজিও ২৩৩৭ জনের একটি লিস্ট দিয়েছে যেখানে যারা ক্ষতিপূরণ পাবে তাদের নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম থাকে এবং তাদের প্রত্যকের একটি আইডি নম্বর থাকে যাকে বলে ইপি আইডি। এখান থেকে জমির মালিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চিংড়ি চাষী, লীজগ্রহিতা, বর্গাচাষী ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। অনেকে জমির মালিক হিসাবে ক্ষতিপূরণ ও শ্রমিক হিসেবেও ক্ষতিপূরণ চায়। কেউ কেউ শ্রমিকের খাতায় কয়েকবার নাম লেখায়। কেউ আবার একাধিক এককালীন ক্ষতিপূরণ পাবার জন্যে জেলা প্রশাসক থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত দুইটি চেক দিয়ে দুইটি আইডি তৈরি করে। কেউ কেউ জমির মালিক ও বর্গাচাষী হিসেবেও থাকে। যে যতবেশি আইডি থাকবে সে ততবার এককালীন পেতে পারবে।

সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Assessment of the stregths, Weakness, Opportunities and Threats):

এনজিও প্রদত্ত লিস্টে কারও এনআইডি নম্বর নাই। ফলে প্রত্যেকের uniqueness বুঝা যায় না। আবার excel sheet এর pivot option ব্যবহার করেও ফলপ্রসূ হচ্ছে না কারণ গ্রামের সংখ্যা অল্প ফলে একই গ্রামে অনেক লোকের নাম, পিতার নাম কিছু হেরফের করে দিলেই লিস্টে প্রত্যক আইডির ব্যপারে ক্রস চেক করা এবং তাদের মাঝে আইডি ডবল হওয়া বের করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য। নামের আগে পরে Md. Mrs. L/, H/ Hazi, Haji, Mohammad Mohammed, Abdu, Abdur, Abdul, Hassan, Husen, Hossain, Hossen ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে আলাদা আইডি তৈরি হয় যেমনঃ

নং	ইপি আইডি	নাম	পিতার নাম	গ্রাম
1	102#0585	RUHUL KADER CHOWDHURY	L/ SIDDIK AHMED CHOWDHURY	TITA MAZIR PARA
	108#2334	RUHUL KADER	L/SIDDIQUE AHMMAD	TITA MAZIR PARA
2	108#1962	OSMAN GONI	MAFIZUR RAHMAN	MOG DAIL
	108#2136	USMAN GONI	MOFIZUR RAHMAN	MOG DAIL
3	102#0414	MOHAMMAD HOSSAIN	L/ ALI AHMAD	TITA MAZIR PARA
	102#0441	MOHAMMED HOSSAIN	ALI AHMED	TITA MAZIR PARA

আরো নতুন আইডি হচ্ছে। ফলে সময়ের সাথে সমস্যা আরো প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তম চর্চার অনুসরণের যৌক্তিকতা (Rationale for initiating the best practice):

যদি ডবল আইডি রোধ না করা হয় তাহলে অতিরিক্ত খরচের ঝুঁকি থাকবে বিধায় দ্রুততা ও নির্ভুলভাবে পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা এবং নির্ধারিত সময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সম্ভব।

উত্তম চর্চার অনুসরণের জন্যে গৃহীত কৌশল (Strategy Adopted):

উপরিউক্ত ডাবল ইপি আইডি প্রবর্তন রোধকল্পে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজে একটি প্রোগ্রাম ডেভেলাপ করা হয়েছে যেখানে ইপির লিস্ট টি ইনপুট দেয়া হয়। যাদের নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম কাছাকাছি থাকে তাদের আলাদা তালিকা তৈরি হয় এবং তাদের যাচাই করা হয় যে তারা একই ব্যক্তি কিনা। যাদের নতুন করে আইডি হবে তাদের লিস্ট ইনপুট দেওয়া হয় এবং তাদের নামে আগে আইডি হয়েছিল কিনা দেখা হয়। নামে মিল থাকলে যাচাই করা হয় যাতে করে একই ব্যক্তি দুইবার আইডি করতে না পারে।

প্রভাব/ফলাফল (Impact):

যাচাই হওয়ার পর যদি শ্রমিকের ডাবল আইডি প্রমাণিত হয় তবে অতিরিক্ত খরচের ঝুঁকি থাকবে না। বর্তমানে সিপিজিসিবিএল এ বর্ণিত পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত খরচ রোধসহ দ্রুততা ও নির্ভুলভাবে জমির মালিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চিংড়ি চাষী, লীজগ্রহিতা, বর্গাচাষী ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

অন্য কর্পোরেশন/কোম্পানীতে উত্তম চর্চা ব্যবহারের সুযোগ (Scalability):

যে প্রতিষ্ঠানেই পূনর্বাসন-ক্ষতিপূরণ প্রদান কাজে হাজারের উপরে ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা তৈরি করতে হয় সেখানে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের excel file এ যদি প্রত্যেকেরই এনআইডি নম্বর থাকে তাহলে কোড ব্যবহারের দরকার নেই, NID দেখেই ডবল আইডি বের করা সম্ভব। যেখানে excel file এ NID নম্বর নাই, শুধু নাম পিতার নাম, গ্রামের নাম রয়েছে প্রোগ্রামটি সেখানে ব্যবহারযোগ্য।